ওয়াগাডুগু চুক্তি, আইভরিকোস্টে শান্তির কড়া নাড়ার শব্দ

কাজী জহিরুল ইসলাম

আইভরিকোস্টের গেরিলা নেতা গুইলামো সরো এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। গত ৪ এপ্রিল ২০০৭ তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম কর্মদিবস অতিবাহিত করেন। তাহলে কি আইভরিকোস্টের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটলো? এ প্রশ্নের উত্তরে নীরব দেশের সচেতন মানুষ।

২০০০ সালের নির্বাচনে বিরোধীদলীয় নেতা আলাসান উয়াত্তারাকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করে হাইকোর্ট। কারণ, আইভরিকোস্টের সংবিধানে আছে কোন আধা-আইভরিয়ান দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। আলাসান উয়াত্তারার পিতা আইভরিয়ান হলেও তার মা ছিলেন বুরকিনা ফাসোর রাজকণ্যা। সেই থেকেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আরো বেশী করে দানা বাঁধে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন লরেন্ট বাগবো। দেশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। গেরিলা নেতা গুইলামো সরোর দখলে উত্তরাংশ আর প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবোর দখলে দক্ষিণাংশ। মাঝখানে একটি রেখা টেনে দেয় জাতিসংঘ। এই রেখার নাম 'জোন অব কনফিডেন্স।'

বাগবো সরকার চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে ২০০৪ এর অক্টোবরে। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ছাড়েননি। ঝুলে আছেন এখনো। নির্বাচনের দাবীতে স্থানীয় সকল রাজনৈতিক দল সোচ্চার হলেও বাগবো এতে কর্ণপাত করেন না মোটেও। একটি বিভক্ত দেশে নির্বাচন করাও সম্ভব নয়। প্রথমে একত্রায়ন প্রয়োজন। আশপাশের দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের সনাক্ত করা প্রয়োজন, হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং আরো প্রয়োজন গেরিলাদের নিরস্ত্রীকরণ। আর সংবিধানের আর্টিকেল ৩৫? যেখানে লেখা আছে আধা-আইভরিয়ান প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না? সেটাতো শোধরানো প্রয়োজন সবার আগে। জাতিসংঘের চাপে আর্টিকেল ৩৫ সংশোধন করা হয়। অন্য কর্মসূচীগুলো নিয়ে দফায় দফায় মিটিং হয় জাতিসংঘের নেতৃত্বে, আফ্রিকীয় ইউনিয়নের অন্যান্য নেতাদের নিয়ে, গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং গ্রুপের (আইডব্লিউজি)। কেউ কেউ প্রস্তাব করেন দুটি দেশ বানিয়ে দাও। উত্তর আইভরিকোস্ট আর দক্ষিণ আইভরিকোস্ট। একথা শুনে চমকে ওঠেন দেশের সাধারণ মানুষ। কেউ কেউ বলেন, তবুতো শান্তি আসবে, আমরা শান্তি চাই। অনেক দফা আলোচনা, সভা-সমাবেশের পর সনাক্তকরণ এবং নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচী শুরু হয়।

আইভরিয়ান বুদ্ধিজীবীরা চশমার কাচের ভেতরে চোখ বড় করেন। এবার তাহলে হবে? কিন্তু কিছুই হয় না। এক পা এগোয় তো পিছোয় দশ পা। প্রতিটি পদক্ষেপেই বাঁধা আসে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। ২০০৪-এ যখন নির্বাচন হয় না, তখন একটি সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। সেই সংকট এড়াতে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় একটি অন্তঃবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। প্রেসিডেন্ট তিনিই, লরেন্ট বাগবো, নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় সাবেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর শার্লস কোনান বানিকে। অর্ডন্যান্স জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে দেশের নির্বাহী প্রধান করা হলেও, প্রেসিডেন্ট তা থোরাই কেয়ার করেন। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় দুই নেতার মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী যদি কাউকে দূর্নীতির দায়ে চাকরীচ্যুত করেন, প্রেসিডেন্ট তাকে পরের দিন পূনর্বহাল করেন। এই সাপে-নেউলে সম্পর্কের কারণে সরকারী কর্মকান্ডে অচলাবস্থা দেখা দেয়। প্রেসিডেন্টের অনুগত সামরিক বাহিনী। সেই দাপটে দু'চারবার

প্রধানমন্ত্রীকে হুমকিও দেন তিনি। কিছুদিন প্রধানমন্ত্রী কোনান বানি রাজধানী ছেড়ে ভয়ে ইয়ামুসুক্রো গিয়ে অবস্থান করেন। ইয়ামুসুক্রোর বাংলাদেশী আর্মি কমান্ডারের কাছে তিনি তার জীবনের নিরাপত্তাও চান। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, তাকে দেশের সেনাবাহিনী যে কোন সময় হত্যার চেষ্টা চালাতে পারে।

এই অচলাবস্থা নিরসনে জোর চেষ্টা চালাতে শুরু করে আইডব্লিউজি, তথা জাতিসংঘ। হঠাৎ করে 'পশ্চিম আফ্রিকা অর্থনৈতিক গোষ্ঠী' (ইকোওয়াস)-র চেয়ারম্যান বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট জনাব ব্লেইজ কম্পাওর আইভরিকোস্টের দুই অংশের দুই নেতা, প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো এবং গেরিলা নেতা গুইলামো সরোকে আমন্ত্রণ জানান ওয়াগাডুগুতে আলোচনায় বসার জন্য। আলোচনা শুরু হয় ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৭, চলে ৩ মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ ২৭ দিনের আলোচনা শেষে দুই নেতা এক সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিসমূহ, জাতিসংঘের রেজুলুশন সমূহ আমলে নিয়ে দুই পক্ষ নিম্নোক্ত ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়াগাডুগু আলোচনায় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

১. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাজত, সীমান্তরক্ষা এবং অখন্ড আইভরিকোস্ট নিশ্চিতকরণ

২. রিপাবলিক অব আইভরিকোস্টের সংবিধান সমুন্নত রাখা

৩. লিনাস-মার্কুসিস, আক্রা এবং প্রিটোরিয়া চুক্তির শর্তসমূহ মেনে চলা

৪. আইভরিকোস্ট বিষয়ে গৃহীত জাতিসংঘের সকল রেজুলেশন মেনে চলা, বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলুশন ১৬৩৩ (২০০৫) এবং ১৭২১ (২০০৬)

৫. এমন পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রতিজ্ঞ যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, মুক্ত, স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে

৬. যৌথ সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতামূলক দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয় যাতে রিপাবলিকের সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাভাবিক কর্মপরিবেশ ফিরে আসে, রিপাবলিকের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অঙ্গসমূহকে পূনঃর্গঠন এবং সেনাবাহিনীকে স্বাভাবিক কর্মযজ্ঞে ফিরিয়ে আনা যায়।

ওয়াগাডুগু চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নাগরিক সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার বিশদ বিশ্লেষণ। নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র বিষয়ে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ও এই চুক্তিতে উঠে আসে। ন্যাশনাল কমিশন ফর দি সুপারভিশন অব দি আইডেন্টিফিকেশনের (এনসিএসআই) অধীনে একটি ন্যাশনাল অফিস অব আইডেন্টিফিকেশন (এনওআই) গঠিত হবে। যে অফিস নাগরিক সনাক্তকরণ কর্মসূচী পরিচালনা করবে এবং সকল নাগরিককে নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র প্রদান করবে। এই চুক্তি নাগরিকত্বের পরিচয়পত্রের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে এজন্য বিবেচনা করে, কারণ এ ছাড়া স্বচ্ছ, মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

লিনাস মার্কুসিস, আক্রা এবং প্রিটোরিয়া চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, মুক্ত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান। এই বিষয়টি ওয়াগাডুগু চুক্তিতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উঠে আসে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের (Indipendent Election Commission-IEC) অধীনে জাতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট ভোটার রেজিস্ট্রেশনের কাজটি করবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে নির্বাচন বিধিমালার আর্টিলেক-৫ মোতাবেক স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কমপক্ষে দুই সপ্তাহ আগে ভোটার কার্ড বিতরণ করবে। কেউ যদি ভোটার কার্ড সংগ্রহ করতে না পারে, সে তার জাতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোট দিতে পারবে।

আইভরিকোস্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ার পর গেরিলারা গড়ে তোলে ওদের নিজস্ব সেনাবাহিনী। সেই সেনাবাহিনীর নাম ফোর্স নুভেল (নতুন সৈন্যদল), যার মহাসচিব গুইলামো সরো। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় ফোর্স নুভেলের সৈনিকদের দেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। অর্ডন্যান্সের মাধ্যমে একটি নতুন কর্মকৌশল অনুমোদন করা হবে এবং তৈরী করা হবে সমন্বিত কমান্ড সেন্টার। সমন্বিত কমান্ড সেন্টারের নেতৃত্বে থাকবেন দুই অংশের সেনা প্রধান এবং এই সেন্টারের মাধ্যমেই গেরিলাদের নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াটিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ওয়াগাডুগু চুক্তিতে বিবেচনা করা হয়। প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের একটি আউটলাইনও চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আসে দেশের সর্বত্র বৈষম্যহীনভাবে নাগরিক সেবাসমূহ, যেমন, পানি, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদি পৌছে দেওয়া। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন 'জোন অব কনফিডেন্স' ভেঙ্গে দিয়ে সারা আইভরিকোস্ট একত্রায়ন করা।

এ ছাড়া আরো চারটি বিষয় এই চুক্তিতে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এগুলি হচ্ছে:

১. সামরিক বে-সামরিক প্রশাসনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা এবং অখন্ড আইভরিকোস্টের শাসন নিশ্চিত করা

২. দেশের সর্বত্র সকল নাগরিকের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা

৩. এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একটি ৫ সদস্যের স্থায়ী কমিটি গঠন, যার সদস্যরা হচ্ছেন, প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো, গেরিলা নেতা গুইলামো সরো, রাজনৈতিক দল আরডিআর-এর প্রেসিডেন্ট আলাসান উয়াত্তারা, রাজনৈতিক দল পিডিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট হেনরি কোনান বেদি এবং ইকোওয়াসের চেয়ারম্যান ও বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট ব্লেইজ কম্পাওর।

৪. শান্তি প্রক্রিয়ায় যদি কখনো নিরপেক্ষ সেনাসদস্য প্রয়োজন হয় তাহলে আফ্রিকীয় ইউনিয়নের কাছে সৈন্য চাওয়া হবে।

৪ মার্চ ২০০৭-এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অতি দ্রুত শুরু হয়ে যায়। এরি মধ্যে প্রাধানমন্ত্রী চার্লস কোনান বানি পদত্যাগ করেছেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গেরিলা নেতা, যিনি একসময় বাগবোর রাজনৈতিক দলের ছাত্রনেতা ছিলেন, গুইলামো সরো, শপথ গ্রহন করেন। আফ্রিকীয় ইউনিয়নের সুপারিশে জাতিসংঘ ওয়াগাডুগু চুক্তিকে স্বীকৃতি দেয়। জোন অব কনফিডেন্স ভাঙ্গার কাজ

শুরু হয়ে গেছে। আইভরিকোস্টের জনপ্রিয় ফুটবলার, চেলসির সোনার ছেলে হিসাবে খ্যাত দিদিয়েৰ্খ দ্রগবা, যিনি ২০০৭-এ আফ্রিকার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন, গত সোমবার (০৩/০৪/০৭) গেরিলা নিয়ন্ত্রিত অংশের রাজধানী বুআকে যান তার ট্রফি হাতে নিয়ে। লক্ষ লক্ষ বুআকেবাসী মানুষের ঢল নেমে আসে তাদের প্রিয় তারকা দ্রগবাকে এক নজর দেখার জন্য। গেরিলা নিয়ন্ত্রিত দেশের উত্তরাংশ পূনঃআত্মীকরণ বা সমগ্র আইভরিকোস্ট একত্রায়নের জন্য দ্রগবার বুআকে সফরকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। দ্রগবা নিজেই এই সফরে দারুণ খুশি। তিনি বলেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল আইভরিয়ান আমাকে দারুণ ভালোবাসে কিন্তু রাজনৈতিক কারণে দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত আমার প্রিয়জনদের কাছে আমি এতোদিন যেতে পারিনি। আজ সেই সুযোগ এসেছে, তাই আমি প্রথমেই ছুটে এসেছি তাদের কাছে, যারা এতোদিন আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

দুই নেতা দৃঢ়তার সাথেই ঘোষণা করেন আগামী ফেব্রুয়ারী ২০০৮-এ ওয়াগাডুগু চুক্তি মোতাবেক দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ধীরে ধীরে এ দেশ থেকে জাতিসংঘকে চলে যেতে হবে। সাধারণ মানুষ কিন্তু এই ঘোষণাকে গুরুত্ব দিলেও ততোটা বিশ্বাস করছেন না। আইভরিকোষ্টের সাধারণ জনগণ বরং জাতিসংঘের উপস্থিতি আরো কিছুটা দীর্ঘ হোক এটাই প্রত্যাশা করেন। কারণ ওদের বিশ্বাস নেই। ওরা যে কোন সময় যে কোন কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এইরকম রাজনৈতিক চড়াই-উৎড়াই দেখতে দেখতে আইভরিয়ানরা অভ্যস্ত। রাজনীতিবিদদের এরকম চটুল ঘোষণাও ওরা অনেক শুনেছে। চুন খেয়ে মুখ পুড়েছে তাই এখন দই দেখলেও ভয় লাগে। রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরী হয়েছে চরম অবিশ্বাস, তাই রাজনীতিবিদদের মুখ থেকে বের হওয়া কোন শুসংবাদেও এখন আর আনন্দে মাতোয়ারা হন না আইভরিকোস্টবাসী। তারপরেও সবাই এ কথা একবাক্যেই স্বীকার করেন, সমস্যার সমাধানও কেবল রাজনীতিবিদরাই করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। যখন ওরা এটা করবেন তখনি কেবল ওদের প্রতি তৈরী হওয়া অবিশ্বাস মুছে গিয়ে মানুষের হৃদয়ে জন্মাবে ওদের প্রতি ভালোবাসা এবং তৈরী হবে আত্মবিশ্বাস।

ওয়াগাডুগু চুক্তি স্বাক্ষরের একমাস পেরিয়ে গেছে। এরি মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। যৌথ কমান্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠীত হয়েছে। সরকার-গেরিলা সমন্বয়ে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। ‘জোন অব কনফিডেন্স’ ভাঙার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণের মানুষের এপার-ওপার অবাধ চলাচল শুরু হতে চলেছে। এইসব দেখে মনে হচ্ছে রাজনীতিবিদরা বুঝি এবার সত্যি সত্যি আটলান্টিকের পাড়ে শান্তির শুভ্র পায়রা উড়াতে বদ্ধপরিকর।

আইভরিকোস্টের রোদে পোড়া পৌনে দুই কোটি কালো মানুষ, সন্দেহে, প্রত্যাশায় এখন কান পেতে আছে মাঝরাতে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর রক্তের হোলিখেলা নয়, শান্তির কড়ানাড়ার শব্দ শুনবে বলে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৫ এপ্রিল, ২০০৭